গঙ্গাব্রতী জিডি অগ্রবালের নিধন প্রকৃত অর্থে মন্দির বেদীতে উন্নয়নের আজ একটি প্রাণের বলিদান

শহীদ এই বিজ্ঞানীকে যাঁরা প্রকৃত অর্থে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে চান তাঁদেরকে অবশ্যই প্রকৃতি ধ্বংসকারী ছিন্নমস্তা উন্নয়নের পূজারী সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ডাক দিয়ে সহযোদ্ধাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। মেধা পাটকর ও সন্দীপ পান্ডে

ভাষান্তর : বিজয় সরকার

কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের প্রথম সদস্য সেক্রেটারী হিসাবে নিয়োজিত প্রবাদ প্রতিম বিজ্ঞানী শ্রী গুরুদাস অগ্রবালই ভারতের দূষণ বিরোধিতার জমানার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। সম্প্রতি তিনিই বিফল হলেন বর্তমান ভারত সরকারকে গঙ্গানদীর পুনরুজ্জীবনের দায়িত্ব পালনের পদগ্রহণে দৃঢ়নিবদ্ধ করতে। অবশেষে এই বিফলতা আবহেই তিনি নিজের জীবন বিসর্জন দিলেন।

অধ্যাপক অগ্রবাল বার্কলের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে পি এইচ্ ডি। তিনি সুখ্যাত কানপুর আই আই টিতে অধ্যাপনা করতেন। গঙ্গাকে দূষন মুক্ত করার দাবীতে এ বছর ২২শে জুন তিনি অনশন শুরু করেন। টানা অনশনের ১১২তম দিনে অক্টোবরের ১১ তারিখে তাঁর জীবনাবসান হয়। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৬ বছর। কয়েক বছর আগে হিন্দু ধর্ম অনুসারে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন-সন্ন্যাসী হিসাবে তাঁর নামকরন হয় স্বামী জ্ঞান স্বরূপ আনন্দ।

এটা কিছুতেই বোধগম্য হচ্ছে না যে, যে কেন্দ্রীয় সরকার হিন্দুত্বের ধ্বজা উড়িয়ে কেন্দ্রে ক্ষমতার গদিতে এলো, সেই সরকারই কিনা একজন হিন্দু সাধুর নদী সম্পর্কে পরিবেশ ও ধর্মের বিচার বোধের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিতে কর্নপাত করল না - যে বিষয়টি আবার স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্বাচনী প্রচারের একটি মুখ্য অঙ্গ ছিল।

২০১২ সালে ''জাতীয় নদী গঙ্গাজী (সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা)''নামের আইনী একটি খসড়া শ্রী অগ্রবাল পেশ করেন। ২০১৭ সালে (এন্.ডি.এ) সরকার ''জাতীয় নদী গঙ্গা (উজ্জীবন, সংরক্ষন ও ব্যবস্থাপনা)''নামে একটি বিল তৈরী করে এবং ২০১৮ সালে সেই বিলটিকে পরিবর্তিত করে নতুন রূপ দেয়। বিষয় বস্তুর বিচার অনুযায়ী এই দুটি খসড়া বিলের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য তৈরী করা হয়েছে।

শ্রী অগ্রবাল গত ৫ই আগষ্ট তারিখে গঙ্গার পরিবেশ নিয়ে তাঁর পালিত ৬ষ্ঠ এবং অন্তিম অনশনের সময়ে মোদিজীকে একটি চিঠি লেখেন-তাতে তিনি লেখেন যে মোদিজীদের সরকার সাড়ে চার বছর ক্ষমতায় আসীন থাকা সত্বেও গঙ্গার সংরক্ষনের জন্য কোন করণীয় কাজই করেনি।

তিনি স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করেন যে তাঁর পূর্ববর্তী মনমোহন সিং এর সরকার তাঁর তোলা দাবিগুলি পূরনের জন্য আরও বেশি পরিমানে সাড়া দিয়েছিলেন। শ্রী অগ্রবাল চিঠিতে লেখেন যে মনমোহন সিং প্রধানমন্ত্রী থাকার সময়ে জাতীয় পর্যাবরণ বিষয়ক আবেদন বিচারকারী কর্তৃপক্ষ (National Environment Apellate Authority) উত্তরা-খন্ডের লোহারি নাগপলা জলবিদ্যু কেন্দ্রের আরব্ধ কাজও বন্ধ করে দেয়। তা ছাড়াও গঙ্গোত্রী থেকে উত্তর কাশী পর্যন্ত গঙ্গার গতিপথের ১০০ কিমি লম্বা অংশকে সংবেদনশীল পর্যাবরন অঞ্চল বলে ঘোষনা করা হয় - যার অর্থ ওখানে যে কোন ক্ষতিকারক কর্মপ্রকল্প নিষিদ্ধ হয়েছিল।

তিনি তাঁর চারটি দাবিকে পুনরায় তুলে ধরলেন। অনশনের আগেই এই দাবিগুলি তিনি প্রধানমন্ত্রীর কাছে রেখেছিলেন। দাবিগুলি হল

১) শ্রী অগ্রবাল নিজে এবং এডভোকেট এম্ সি মেহতা এবং পরিতোষ ত্যাগী এবং অন্যান্য কয়েকজন মিলে যে খসড়া (বিল) তৈরী করা হয়েছিল তা সংসদে পেশ করে গ্রহণ করা হোক।

২) গঙ্গার গতিধারার উপরের দিকের অংশে, নিম্ন প্রবাহে ও উপনদী গুলির উপর প্রস্তাবিত এবং নির্মীয়মান সমস্ত জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলির কাজ অবিলম্বে বন্ধ ও খারিজ করতে হবে ।

৩) গঙ্গা অববাহিকায় সব রকমের খননের কাজ ও গাছকাটার কাজ নিষিদ্ধ করতে হবে ।

৪) নদীর স্বার্থরক্ষা ও মঙ্গলের জন্য কার্যনির্বাহী একটি গঙ্গা ভক্ত পরিষদ গঠন করতে হবে ।

প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে এ চিঠির কোনো উত্তরই আসেনি। অগ্রবালের মৃত্যুর পর নরেন্দ্র মোদী তাঁর শোকবার্ত্তা টুইট করেন।

২০১৩ সালে (কেন্দ্রের কংগ্রেসী শাসন কালে) তদানীন্তন বিজেপি সভাপতি রাজনাথ সিং শ্রী অগ্রবালের ৫ম অনশন চলাকালীন সময়ে শ্রী অগ্রবালের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন এই বলে যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় এলে শ্রী অগ্রবালের সমস্ত দাবিগুলিই মেনে নেওয়া হবে। শ্রী অগ্রবাল দাবী করেছিলেন গঙ্গাকে জাতীয় প্রতীক হিসাবে ঘোষনা করা হোক । তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল যে গঙ্গা যেন তার আদি নৈসর্গিক মহিমা না হারায় । গঙ্গার নির্বন্ধ প্রাকৃতিক প্রবাহ - (অবিরল ধারা -কথাটিই তিনি উল্লেখ করেছেন)। এবং তার প্রদূষন হীন নির্মল জলধারার নিশ্চয়তাও ছিল তাঁর লক্ষ্য। গঙ্গাকে রক্ষা করার জন্য তিনি চেয়েছিলেন যেন নর্দমার জল বা কারখানার তরল কোন বর্জ্য গঙ্গায় ফেলার উপর যেন নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয় । সাথে সাথে নদীসংলগ্ন এলাকায় দূষণকারী বর্জ্যসৃষ্টিকারী কারখানা, বননিধন, বেআইনী পাথর খাদান, বালি তোলা, নদী ক্ষেত্রের হানিকর পরিবর্তন,সংলগ্ন জমিতে রাসায়নিক বা ক্ষতিকারক পদার্থ ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করার দাবীও তিনি তুলেছিলেন। (উত্তর প্রদেশ) রাজ্যের সেচবিভাগে কর্মরত থাকাকালীন রিহান্দ বাঁধের প্রযুক্তিবিদ্যাগত অভিজ্ঞতা থেকে শ্রী অগ্রবালের নদী সংক্রান্ত জ্ঞান সম্পদ বিকশিত হয়েছিল। শ্রী অগ্রবাল একেবারে স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট ভাবে 'অবিরল ধারা'র সংজ্ঞা নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন । তা হল ''প্রতিটি জায়গায় পরিবেশ/বাস্তুতন্ত্রের উপযোগী প্রবাহ -বলতে জায়গাটির সাথে বাঁধের নিম্নদেশের ধারা এবং সর্বকালীন-স্থায়ী খাতের ও পার্শ্বদেশের প্রবাহ, উন্মুক্ত তল,

অনুদৈর্ঘ্য-এবং অস্থায়ী সংযোগের প্রবাহকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হবে"। অবিরল ধারা তখনই বলা হবে যখন নদী সর্বদাই তার খাতের সঙ্গে এবং দুই সংলগ্ন পারের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে। (নদীবক্ষে কংক্রিটের কাঠামো গড়া চলবেনা) নদীকে মুক্ত আকাশের নীচে বইতে হবে (টানেলের মধ্যে নদীকে ঢোকানো চলবেনা) নদীর উপরিদেশের ধারা এবং নিচের দিকের ধারাকে দৈর্ঘ বরাবর অবিচ্ছিন্ন রাখতে হবে (নদীর উপর কোনও বাঁধ থাকা চলবেনা)। বছরের ঋতু অনুযায়ী পরিবর্তনশীল জলের স্বাভাবিক প্রবাহকে বাধাহীন ভাবে বজায় রাখতে হবে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে পচনহীন, রোগব্যাধি নিরাময়কারী দূষণশোধক ও সুস্বাস্থ্যবর্ধক যে অনবদ্য গুনগুলি গঙ্গাজলে বর্তমান, সেগুলিকে বজায় রাখতে হলে 'অবিরল প্রবাহ' একেবারেই আবশ্যিক শর্ত। একই ভাবে অগ্রবালের বিচারে 'নির্মল' কথার অর্থ শুধু মাত্র p_H (অম্লতাও ক্ষারকত্বের পরিমাপ) ইত্যাদির সম্পর্কিত জলের গুনের প্রথাগত সূচক - মান, দ্রবীভূত সূচক অক্সিজেন, বি-ও-ডি, দ্রবীভূত কঠিন ইত্যাদির হিসাবেই নয়। তাঁর মতে গঙ্গাজলের স্বশোধনের যে বিশেষগুণ বর্তমান তাকে অপরিবার্তিত রাখতে পারলে তবেই গঙ্গাজল 'নির্মল' থাকবে -আর এই নির্মলগুনের পিছনে রয়েছে গঙ্গার উৎসক্ষেত্রের বিশেষ শিলাপ্রস্তর, পলল এবং বাস্তুতন্ত্রের অবদান।

রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা

জলসম্পদ, নদী অববাহিকা উন্নয়ন এবং গঙ্গা উজ্জীবন বিষয়ের মন্ত্রী নীতিন গদকারী প্রকাশ্যে বিবৃতি দিয়েছেন যে তিনি নির্মল গঙ্গার বিষয়টি অবগত, কিন্তু 'অবিরল গঙ্গা' বিষয়টি তাঁর অবগত নয়। এর থেকে এটি স্পষ্ট যে শ্রী অগ্রবালের অবিরল গঙ্গার তত্ত্বটি গৃহীত হলে ভবিষ্যতে আরও বাঁধ নির্মানের পথে তা প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করবে। শাসক বিজেপি সরকারের পক্ষ থেকে আর একটি মত বেরিয়ে আসছে সেটি হচ্ছে এই যে উন্নয়ন সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে। মনে হয় উন্নয়নের এই ধরণ (ও ধারণা) কর্পোরেট চালিত। আরও মনে হচ্ছে যে সামনের নির্বাচন প্রক্রিয়ার যে দলই রাজনৈতিক ক্ষমতায় আসুন না কেন নির্বাচনে ঢালাও পরিমান টাকা কর্পোরেটদের তহবিল থেকেই নিয়োগ করা হচ্ছে।

শ্রী অগ্রবাল এবং সরকারের ভিতর যোগসূত্র স্থাপনে সচেষ্ট এক উচুঁ মানের আর্ এস্ এস্ কর্তা যদিও জানিয়েছিলেন যে তিনি তত্ত্বগত ভাবে শ্রী অগ্রবালের মতের সঙ্গে সহমত, কিন্তু রাজনৈতিক বাস্তবতা বৈজ্ঞানিকের ভাগ্যের উপর শিলমোহর এঁটে দিল এবং সেই সঙ্গে গঙ্গার ভাগ্যও বাঁধা পড়ে গেল। এ রকম ভয়ংকর পরিনতির আতংকের মেঘ বিভিন্ন নদী উপত্যাকার অধিবাসীদের জীবন ও জীবিকার উপর ক্রমশ ঃ বিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে পড়বে।

ইউপিএ আমলেও শ্রী অগ্রবাল (তাঁর দাবি নিয়ে) ৫ বার অনশনে বসেছিলেন। এখনকার এন্ ডি এ সরকারের আমলে তাঁকে জীবন দিতে হল - এতেই প্রমানিত হল যে এই সরকার উন্নয়নের যে ধাঁচা প্রয়োগ করতে চাইছে তা আরও বেশী পরিমাণে কর্পোরেট স্বার্থবাহী এবং আরও বেশী মানবিকতা বিরোধী। সামাজিক সংস্কৃতির বিষয়গুলি

সম্পর্কে এরা একেবারেই সংবেদনশীল নয়। এই মাসের প্রথমেই যেখানে জাতিসংঘের দেওয়া "পৃথিবীর সেরা চ্যাম্পিয়ান" পুরস্কার যে আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে প্রদানের কথা ঘোষণা করা হয়েছে তাতে কিই বা আসে যায় ?

শ্রী অগ্রবালের মৃত্যুতে যে শূন্যতা সৃষ্টি হল তা অপূরনীয় বললে ভুল হবে না। গঙ্গার পক্ষে আর কোথাও কোন সরব কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে কি ? ধর্মীয় মনস্ক বহু মানুষেরর কাছে শ্রী অগ্রবাল ছিলেন পুরাণে কথিত ভগীরথের ছাঁচে গড়া - হিন্দুপুরাণ গাথা অনুযায়ী যাঁর সাধনা - শ্রমে স্বর্গ থেকে গঙ্গা মর্ত্যে অবতীর্ন হয়েছিলেন।

শ্রী অগ্রবালকে যাঁরা শোকাবনত শ্রদ্ধা নিবেদন করতে চান তাঁদের অবশ্যই পরিবেশ - প্রকৃতি - ধবংসকারী উন্নয়নের পথে চলায় মত্ত এই সরকারের বিরুদ্ধে, সংশ্লিষ্ট দুর্নীতির বিরুদ্ধে নদীবক্ষ , অববাহিকা অঞ্চল থেকে বালি থেকে শুরু করে সব প্রাকৃতিক সম্পদের লুঠেরা কন্ট্রাকটারদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ময়দানে একসাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নামতে হবে।

গঙ্গা সংরক্ষনের লড়াই শেষ হয়ে যায়নি। শেষ পর্ব অনেক দূরের ব্যাপার। শ্রী অগ্রবালের অন্তিম অনশন স্থল ছিল হরিদ্বারের মাতৃসদন । সেই আশ্রমের প্রধান মহারাজ স্বামী শিবানন্দ মোদীকে সাবধান করে দিয়েছেন এই বলে যে তিনি ও তাঁর আশ্রমের এই অনশনে আত্মবলিদানের পরম্পরা অবিচ্ছিন্ন রাখবে। স্বামী গোপাল দাস - ঐ আশ্রমের এক সাধু জুন মাসেই শ্রী অগ্রবালের অনশন শুরু হওয়ার কিছু দিন পরেই ঐ একই দাবিতে অনশন শুরু করেন । এর আগে মাতৃসদনের সন্যাসী স্বামী নিগমানন্দ ২০১১ সালে অনশনরত অবস্থায় ১১৫তম অনশন দিবসে মারা যান। উন্নয়নের যূপকাষ্ঠে এরকম আর কত প্রাণ বলিদান দেওয়া হবে ?